২০-০৯-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই সময় সবার সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যে পরিণত হয়েছে, কারণ সবাই পতিত, তোমাদের এখন শ্রীমৎ অনুসরণ করে সবার ভাগ্য জাগাতে হবে, সবাইকে পবিত্র হওয়ার পথ দেখাতে হবে"

প্রশ্নঃ - সবচেয়ে খারাপ ক্রিয়াকলাপ কোনটা যা অতিশয় ক্ষতির কারণ ?

উত্তরঃ - পরস্পরকে পাথর নিক্ষেপ করা, অর্থাত্ কটু কথায় কাউকে আঘাত করা, এটাই সবচেয়ে খারাপ ক্রিয়াকলাপ, এটাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতির কারণ । বাচ্চারা, তোমাদের এখন @রূপ-বসন্ত হতে হবে এবং ভালো ম্যানার্স ধারণ করতে হবে । তোমাদের মুখ থেকে সদা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন বের হতে হবে । স্মরণের দ্বারা আত্মাদের রূপবান বানাতে হবে আর বাবা, যিনি তোমাদের জ্ঞানরত্ন দেন তা' দান করতে হবে । খুব মিষ্টি কথা বলতে হবে । যারা কটু কথা বলে তাদের থেকে সরে যেতে হবে ।

গীতঃ- ভোলানাথের থেকেও কেউ নয় যে অনুপম ...

ওম্ শান্তি । বাবা সদাই ভোলাভালা । এক হল হদের বাবা আর দ্বিতীয় হল বেহদের বাবা, লৌকিক এবং পারলৌকিক বাবা । তোমরা ব্রাহ্মণরা তোমাদের লৌকিক এবং পারলৌকিক বাবা, উভয়কেই চেনো । লৌকিক বাবাও ভোলা । তারা বাচ্চাকে জন্ম দিয়ে, তাদের দেখাশোনা ক'রে, কঠোর পরিশ্রম ক'রে সবকিছু তাদের দিয়ে দেয় । এমনকি তারা অর্থ উপার্জন করতে মিথ্যারও আশ্রয় নেয়, যাতে মৃত্যুকালে সে তার নাতিনাতনিদের জন্য রেখে যেতে পারে । বাচ্চাদের প্রতি বাবার প্রবল স্নেহ থাকে । বাচ্চা তার শৈশবেই বাবা, বাবা বলতে শুরু করে । 'বাবুল' শব্দ অতি মধুর । তোমরা বাচ্চারা এখন বেহদের বাবাকেও জেনেছ । বেহদের বাবা বিস্ময়কর কার্যসমূহ সম্পাদন করেছেন । তিনি বেহদের কত নলেজ তোমাদের দিয়েছেন । লৌকিক বাবা তা' তোমাদের বোঝাতে পারেনা । যদিও সে তোমাদের ধনসম্পত্তি দেয় কিন্তু দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করতে পারেনা । একমাত্র ভগবান ভোলানাথই নষ্ট সবকিছু ঠিক করে দিতে পারেন । প্রতি কল্পে একমাত্র তিনিই যাকিছু নষ্ট হয়ে আছে সেইসব ঠিক করেন এবং এক তিনিই সবাইকে মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দেন । কোনো লৌকিক বাবা, টিচার বা গুরু তোমাদের বেহদের মালিক বানাতে পারেনা । বেহদের বাবা অথবা রচনার আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান কারও জানা নেই । বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নম্বরক্রম পুরুষার্থী বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই আছে বেহদের চক্র কিভাবে ঘোরে ! তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত । এটাই আমাদের পুরুষার্থ করতে উদ্বুদ্ধ করে । আমরা নিশ্চয়ই পুরুষার্থ করবো । কল্পে কল্পে যেমন শ্রীমৎ অনুসারে পুরুষার্থ করেছিলে, ঠিক একইরকমভাবে তোমরা প্রত্যেকে এখন তা' করছ, তোমাদের সবকিছু দোষত্রুটি থেকে মুক্ত করছ । তোমরা দেখতে পারছো সব ভাইবোনেরা সবকিছু সংস্কারসাধন করার পুরুষার্থ করছে । ভারতবাসী ডাকে, হে পতিত-পাবন এসো, সব ভুলকে ঠিক করে দিতে হে সর্বশক্তিমান এসো । রাবণই সবকিছু ভুল করে দিয়েছে । যাতে তোমরা ধর্মভ্রষ্ট হয়েছ, কর্মভ্রষ্ট হয়েছ । তোমরা বাচ্চারা এখন এইসব বাবার থেকে জেনেছ । মনুষ্য সৃষ্টি, যাকে কল্প বৃক্ষও বলা হয়ে থাকে, তা' অতি প্রসিদ্ধ । এর রহস্যও এখন তোমাদের বুদ্ধিতে । মানুষ যখন তোমাদের ছবি আর কিভাবে তোমরা পাঁচ হাজার বছরের কল্প বৃক্ষ বানিয়েছ দেখে, তারা বলে, সেই সমস্ত তোমাদের কল্পনা । আমরা এটা খুব ভালোভাবে বুঝাই । তারা বটবৃক্ষের (বেনিয়ান ট্রি) সাথেও কল্পবৃক্ষের তুলনা করে । তারা এও বলে

যে, আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল যা এখন লুপ্ত । ড্রামা অনুসারে, সমস্ত বাকি ধর্মগুলো এখন বিদ্যমান । স্বর্গের মুখ্য ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি যার মহিমা গাওয়া হয়, রিপিট হতে হবে । স্বর্গের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি সবচেয়ে ভালো । সবাই বলে, আমরা রামরাজ্য চাই, যেখানে দুঃখের লেশমাত্র থাকবেনা । এখন রাবণরাজ্য, কিন্তু এটা কেউ বুঝতে পারেনা যে আমরাই রাবণ । এই সবকিছু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । মানুষ এসব কিছুই জানেনা । যিনি উন্নততর জীবন দিতে আসেন, তিনি কিভাবে আসেন এবং কিভাবে সবকিছুর সংস্কারসাধন করেন ! পতিতদের বলা হবে, তারা খারাপ হয়ে গেছে । কিভাবে তোমাদের বুদ্ধি এবং তোমাদের ভাগ্য নষ্ট হয়েছিলো, তা' এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । তাদের রীতিনীতি রাবণের, সেক্ষেত্রে তোমাদের রীতিনীতি রামের । ত্রেতাযুগের রাম নন; তিনি গীতা জ্ঞান শোনাননি । আজকাল বিদেশেও তারা রামায়ণ শোনায় । কেউ কেউ গেরুয়া বস্ত্র পরে কুটিরে গিয়ে থাকে । বাচ্চারা, তোমাদের কুটিরে গিয়ে থাকতে হবেনা । কুটিরে কি কখনও পাঠশালা থাকবে ? সেখানে ফকির লোকেরা থাকে । এটা তো তোমাদের পড়া । যাই হোক, এটা নতুন গভার্নমেন্ট, এই কারণে কেউ বুঝতে পারেনা তোমরা কে ! যদি তোমরা একজন মিনিস্টরকে বোঝাও তো অন্যজন তোমাদের বলবে তোমরা বুদ্ধু । এই সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ নতুন । বাবা নিরন্তর বোঝাতে থাকেন । তোমাদের নিরন্তর কারেকশনও করতে হবে । ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের সামনে তোমাদের অবশ্যই প্রজাপিতা লিখতে হবে । তোমাদের 'প্রজাপিতা' শব্দ লেখায়, তিনি যে বাবা তা' প্রমাণ হয়ে যায় । আমরা জিজ্ঞাসাই করি প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে কি সম্বন্ধ ? এই কারণে যে, বহু লোকের নাম ব্রহ্মা । এমনকি কোনো কোনো ফিমেলের নামও ব্রহ্মা । প্রজাপিতা নাম তো কারও হয়না । এইজন্য প্রজাপিতা শব্দ খুব জরুরি । তারা প্রজাপিতা আদিদেবের কথা বলে, কিন্তু তারা আদিদেবের অর্থ বুঝতে পারেনা । প্রজাপিতা অবশ্যই এখানে হবেন ! আদি দেব পরে সেই ব্রহ্মা (সূক্ষ্ম) হন । আদি অর্থাত্ প্রারম্ভ । প্রজাপিতা ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী । সূক্ষ্ম বতনে তাঁর কোনও কন্যা থাকতে পারেনা । রচয়িতা তো এখানে, তাই না ! এই গভীর বিষয় একমাত্র বিশাল বুদ্ধির তারাই ধারণ করতে সমর্থ । ধারণার সাথে তোমাদের ভালো ম্যানার্সও প্রয়োজন, যাতে যে কেউ দেখে খুশি হয়ে যায় । তোমাদের বলা কথাকে রত্ন বলা হয়ে থাকে । বাবা রূপ-বসন্ত । আত্মাদের রূপবান তৈরি করেন । আত্মারা এখন কালো হয়ে গেছে, যোগের দ্বারা তাদের রূপবান বানাতে হবে । তোমরা বাচ্চারা এখন রূপ-বসন্ত হচ্ছ । তোমাদের মুখ থেকে সবসময় অবিনাশী জ্ঞান রত্নই বেরোনো উচিত্ । বাচ্চারা তোমাদের ম্যানার্সও অতি মধুর হওয়া উচিত্ । শুধুমাত্র রত্নই বার হওয়া উচিত্ তোমাদের মুখ থেকে । পাথর (কটু কথা) ছোঁড়ে, এমন অনেক আছে । বাবা জ্ঞান রত্ন দেন ! বাচ্চারা, এটাই তোমাদের কারবার । পরস্পরকে পাথর মারা, খুবই খারাপ আচরণ । একমাত্র এই কারণে তারা নিজের ক্ষতি করে । বাবা জ্ঞানের সাগর । তোমাদের এটা বোঝানো হয়েছে তিনি কত সূক্ষ্ম ! মানুষ বলে, তিনি লিঙ্গ, শিবমূর্তি বিশেষ ! সর্বাগ্রে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে । যতই তারা তাঁকে জ্যোতির্লিঙ্গ ভাবুক । গভীর (deep) বিষয় পরে বোঝাতে হয় । তারপরে জিজ্ঞাসা করতে হয় আত্মার রূপ কি ? এটা সবাই বলে যে, ভ্রুকুটির মাঝে আত্মা জ্বলজ্বল করে । সুতরাং, তাকে অবশ্যই ছোট হতে হবে । বড় লিঙ্গ এখানে বসতে পারবেনা, তবে তো পিণ্ডাকৃতি হয়ে যাবে । প্রথমে বাবা আর বাচ্চাদের সম্বন্ধ তাদের বুদ্ধিতে বসাতে হবে । বেহদের বাবা তো তিনি । ব্রহ্মা তবে কোথা থেকে আসছেন ? বাবা এসে এঁনাকে অ্যাডপ্ট করেন অর্থাত্ এঁনার মধ্যে প্রবেশ করেন । তাঁর অ্যাডপশন থেকে তোমাদের অ্যাডপশন আলাদা । বাবা বলেন, ইনি আমার স্ত্রী, আমি অ্যাডপ্ট করেছি । আমি এঁর মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের বলি, তোমরা আমার মুখ-বংশাবলী রচনা । আমি তোমাদের ব্রহ্মামুখ দ্বারা রচনা করেছি । আমার তো নিজের মুখ নেই ! শিব কিভাবে বলবেন আমার মুখ-বংশাবলী ! কত

স্পষ্ট করে তোমাদের এটা বোঝানো হয়েছে । বাবা বলেন, তোমরা সব আত্মারা আমার বাচ্চা; তোমরা ভাই-বোন । তোমাদের বুদ্ধিতে এটা আসা উচিত্ । বাবা স্বর্গের রচয়িতা । তাহলে স্বর্গ-রাজত্ব আমাদের পাওয়া উচিত্ নয় কেন ? সবাই স্বর্গে যেতে পারেনা । বাবা বলেন, আমি সবার সদগতি করি । তোমরা মুক্তিতে গিয়ে পরে নম্বরক্রমে তোমাদের পার্ট অভিনয় করতে নীচে আসো । সবাই মুক্তি লাভ করে । মায়ার দুঃখ থেকে সবাই নিস্তার পেতে পারে । তারপরে নম্বরক্রমে নীচে আসতে হবে তোমাদের পার্ট অভিনয় করতে । তোমরাই প্রথম জীবনমুক্তিতে যাও, কারণ তোমরা রাজযোগ শিখছ । ড্রামা অনুসারে যারা পূর্ব কল্পে পড়েছিলো, তারাই এসে শিখবে । ড্রামা তোমাদের সামনে । এখন অসংখ্য ধর্ম । সত্যযুগে শুধুমাত্র একটাই ধর্ম ছিলো । সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ধর্ম কে স্থাপনা করেছিলেন, তা' কারও জানা নেই । তোমরা জানো পরমপিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় ধর্ম স্থাপন করেন । একমাত্র বাবাই, যা কিছু নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো ঠিক করেন । সত্যযুগে তো তোমরা ডাকবে না যে, 'খারাপের পরিবর্তে উন্নততর জীবনের পথ প্রদর্শক এসো !' এখানে তোমাদের ভাগ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে । এখন রাহুর দশা । উঁচু থেকেও উঁচু বৃহস্পতির দশা ছিল । এখন রাহুর দশা চলছে । সমগ্র বিশ্বে রাহুর গ্রহণ লেগেছে । সারা দুনিয়া কালিমালিপ্ত । গোল্ডেন এজেড ওয়ার্ল্ডে গ্রহণ লাগতে লাগতে, কলা ক্রমশঃ কম হতে হতে এই দুনিয়া এখন আয়রন এজেড ওয়ার্ল্ড হয়ে গেছে । এখন বাবা বলেন, দে দান তো ছুটে গ্রহণ অর্থাত্ তোমার কাছে থাকা অশুভ বিকারী শক্তির সমর্পণে, গ্রহণ সরে যাবে । যোগবলের দ্বারা মায়া রাবণকে তোমাদের জয় করতেই হবে । বিকার দান করে দিলে গ্রহণ দূরে সরে যাবে এবং তোমরা সর্বগুণসম্পন্ন হয়ে যাবে । এইসবই তো বেহদের, তাই না ! এখন আত্মার মধ্যে কোনো কলা নেই । এইজন্য শরীরও তমোপ্রধান প্রাপ্ত হয় । সোনায় যেমন ক্যারেট হয়, ১৪ ক্যারেট ১৮ ক্যারেট, এখন তো মানুষের মধ্যে কোনও ক্যারেট অবশিষ্ট নেই; তাদের কোনরকম বোধবুদ্ধি নেই । বাবা বলেন, আমি তোমাদের কত বোধবুদ্ধিসম্পন্ন বানিয়েছিলাম । তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম, তারপর তোমরা ৮৪ জন্ম নিতে নিতে দেখ কি হয়েছ ! তোমরা কতবার এই চক্র ঘুরেছ ! কল্প কল্প তোমরা রাজ্যলাভ করো আর বারবার তা' হারিয়ে ফেল । তোমরা পুনর্জন্ম নিতে নিতে সবকিছু বৃদ্ধি পেতে থাকে । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে অনেক নেশা থাকা উচিত্ । এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । সঙ্গমযুগে ফুলের বাগিচা স্থাপিত হয় । একমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণেরা সঙ্গমযুগ জানো । বাচ্চারা, এখানে তোমাদের রত্ন লাভ হয় । তারপর তোমরা বাইরে গেলে পাথর ছুঁড়তে থাকো । মায়া প্রবলভাবে তোমাদের আঘাত করে । এইরকম আত্মাদের পাপ আত্মা বলা হয় । বাবা বলেন, অবিনাশী জ্ঞানরত্ন দান করো । পরস্পরকে পাথর মারতে মারতে তোমরা সম্পূর্ণ পাথরবুদ্ধির হয়ে গেছ । এখন তোমাদের বুদ্ধি লোহা থেকে সোনাসম হচ্ছে । তাহলে তুমি কেন পাথর মারছ ? যদি কেউ অযথা কিছু বলে, তবে তাকে শত্রু বলে মনে কোরো । এদের মতো কারও সঙ্গে থেকোনা বা শুনোনা । অনেক মানুষই অন্যদের বদনাম করে । কারও কারও অন্যদের বদনাম করার অভ্যাস আছে । এইরকম কেউ কখনো কারও সম্পর্কে কিছুমাত্র ভালো বলেনা যাতে তার কল্যাণ হয় ! বাবা সদা বলেন, নিরন্তর জ্ঞানরত্ন দান করো । বাবা তোমাদের যা বলেন তা' অন্যদেরও বলো । তোমরা বাচ্চারা সার্ভিসের রিটার্ন অবশ্যই লাভ করবে । তোমাদের নিজেদের কল্যাণ করতে হবে । অন্যের নিন্দা কোরোনা । বাচ্চারা তোমাদের অনেক রেসপনসিবিলিটি আছে । বাবা এসেছেন কাঁটা থেকে তোমাদের ফুল বানাতে, সুতরাং, বাচ্চারা এই কারবার তোমাদেরও । বাবা তোমাদের এই কারবার শেখান । তাহলে তো এটা মানুষকে দেবতা আর কাঁটাকে ফুল বানানোর ফ্যাক্টরি হলো, তাই না ! তোমাদের জ্ঞান হলো মেটিরিয়াল, যা দিয়ে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও । তাহলে তো তোমাদের এই কলা শিখতে হবে, তাই না ! পাথরবুদ্ধিকে নিরন্তর পরশবুদ্ধি বানাও । এটা তোমাদের গডলি

মিশনারী; ক্রিশ্চানদের যেমন মিশনারী আছে; তারা অন্যদের ক্রিশ্চান বানায় । তোমাদের গডলি মিশনারী পতিতকে পবিত্র বানানোর । মানুষ পতিত-পাবনকে স্মরণ করে । অতএব, তিনি নিশ্চয়ই এসে থাকবেন । তিনি অবশ্যই মিশনারী শুরু করে থাকবেন আর সেইজন্যই তো পতিত, পবিত্র হয়েছে ! রাবণের মিশনারী পবিত্রকে পতিত বানায়, যেখানে রামের মিশনারী পতিতকে পবিত্র বানায় । মুখ্য বিষয় হলো যোগ । বাপদাদা, যাঁর থেকে তোমরা স্বর্গের বাদশাহী লাভ করো, তাঁকে তোমরা কেন স্মরণ করোনা ? সারা কল্প তোমরা দেহধারীকে স্মরণ করেছ এবং এখন তোমাদের বিদেহীকে, বি-চিত্রকে স্মরণ করতে হবে । যাঁর কোনো চিত্র নেই তাঁকে অবশ্যই এখানে আসতে হয় । গায়নও আছে ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা । এটা খুব সহজ ব্যাপার । ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যকিছু নেই । তোমরা জানো শিববাবা তোমাদের টিচার এবং তোমাদের সদ্গুরুও । সদ্গুরু শুধুমাত্র একজন । তিনি ব্রহ্মারও গুরু । তাঁকে বিষ্ণুর গুরু বলা হবে না । তিনি ব্রহ্মার গুরু হয়ে তাঁকে বিষ্ণুদেবতা বানিয়েছিলেন । তিনি কিভাবে শঙ্করের গুরু হবেন ? শঙ্কর তো পতিত হনই না । তাঁর গুরুর প্রয়োজন হয়না । ব্রহ্মা ৮৪ জন্ম নেন । তোমরা বিষ্ণু বা শঙ্করের ৮৪ জন্ম বলতে পারো না । ধারণ করার এবং ধারণ করানোর জন্য এইসব খুব ভালো যুক্তি । যারা সেইগুলো ধারণ করে এবং অন্যকে ধারণ করানোয় সমর্থ তারাই উঁচু পদ লাভ করে । যদি তুমি কোনকিছু ধারণ না করো, তবে নিচু পদ পাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) যে তোমার নিন্দা করে তার সঙ্গ এড়িয়ে চলো । না নিন্দা করবে, না অন্যের নিন্দা শুনবে । তোমার বুদ্ধিকে দেবোপম বানানোর জন্য মুখ থেকে জ্ঞান রত্নের দান করতে হবে ।

২) জ্ঞানের মেটিরিয়াল দিয়ে মানুষকে দেবতা, কাঁটাকে ফুল বানানোর সেবা করতে হবে । নিজের এবং সবার কল্যাণ করার কারবার করতে হবে

বরদানঃ- সব আত্মাদের অশুভ ভাব এবং ভাবনার পরিবর্তন করে বিশ্ব পরিবর্তক হও

গোলাপ যেমন জমিতে সার দেওয়ার ক্লেদাক্ত গন্ধে থেকেও সুরভিত পুষ্প হয়ে যায়, ঠিক একইভাবে তোমরা পরিবর্তক শ্রেষ্ঠ আত্মারা অশুভ, ব্যর্থ, সাধারন ভাবনা এবং ভাবকে শ্রেষ্ঠত্বে, অশুভ ভাব এবং ভাবনাকে শুভ ভাব আর ভাবনায় পরিবর্তন করো, তবেই ব্রহ্মাবাবা সমান অব্যক্ত ফরিস্তা হওয়ার লক্ষণ সহজভাবে আর নিজে থেকেই আসবে । এইভাবে এটা মালার দানা হয়ে কাছকাছি এসে যাবে ।

স্লোগানঃ- অনুভাবী স্বরূপ হলে চেহারায় খুশির ঝলক দেখা দেবে ।